প্রথম আলো

তারিখ 12 OCT 2012
পৃষ্ঠা 9

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পিয়ন মোহাম্মদ আলী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর মগবাজার এলাকা থেকে গত বুধবার রাতে মোহাম্মদ আলী (৪৫) নামে এক কর্মচারী নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোহাম্মদ আলী শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের এমএলএসএস (পিয়ন) এবং বাংলাদেশ সরকারি চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সমিতির একাংশের সভাপতি।

প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টার কথা বলে ঘুষ আদায়

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা সূত্র জানায়, গত বুধবার রাত নয়টার দিকে গোপন খবরের ভিত্তিতে পুলিশ মগবাজারের চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারী সমিতির কার্যালয়ে অভিযান চালিয়ে মোহাম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁকে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় নেওয়া হয়।

পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার মো. ইমাম হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি ছাপাখানার (বিজি প্রেস) ১২ জন কর্মচারীর চাকরি প্রধানমন্ত্রীর জন প্রশাসন উপদেষ্টার মাধ্যমে স্থায়ী করার আশ্বাস দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ছয় লাখ ৮০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী ও তাঁর সংগঠনের মহাসচিব জাহাঙ্গীর আলম। বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করাতে তাঁরা উপদেষ্টার সই জাল করা একটি চিঠিও দেখান কর্মচারীদের। এরপর ১২ জন কর্মচারী তাঁদের ঘুষ দেন।

উপকমিশনার জানান, চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় ভুক্তভোগীরা টাকা ফেরত চান। কিন্তু টাকা ফেরত না দিয়ে ঘোরাতে থাকেন দুই কর্মচারী নেতা। এরপর ভুক্তভোগী কর্মচারী হারুন অর রশীদ ৪ অক্টোবর বাদী হয়ে টাকা আত্মসাতের অভিযোগে থানায় মামলা করেন। মামলায় মোহাম্মদ আলীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জাহাঙ্গীরকেও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে তিনি জানান।

থানার একাধিক পুলিশ কর্মকর্তা জানান, গ্রেপ্তারের পর মোহাম্মদ আলীকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা তদবির করেন। এসব কর্মকর্তার সঙ্গে মোহাম্মদ আলীর যোগসাজশ থাকার কথা জানতে পেরেছে পুলিশ।

সম্প্রতি ধানমন্ডির একটি অভিজাত কমিউনিটি সেন্টারে মোহাম্মদ আলীর মেয়ের বিয়ের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান হয়। এতে কয়েকজন সাংসদ ও আমলা অংশ নেন। প্রভাবশালী ওই কর্মচারীর মেয়ের বিয়েতে কয়েক হাজার অতিথি যোগ দেয়।

বিজি প্রেসের কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করে দেওয়ার কথা বলে এর আগে মোহাম্মদ আলীর সংগঠনের মহাসচিব জাহাঙ্গীর আলমও ঘুষ নিয়েছিলেন। কিন্তু চাকরি স্থায়ী না হওয়ায় ক্ষুব্ধ কর্মচারীরা তাঁকে মারধর করেন। জাহাঙ্গীর পরিসংখ্যান ব্যুরোর চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

গতকাল বিকেলে থানা হাজতে মোহাম্মদ আলী দাবি করেন, তিনি কর্মচারীদের অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত নন। সংগঠনের মহাসচিব তাঁকে মামলায় ফাঁসিয়েছেন।

অন্যদিকে জাহাঙ্গীর আলম পলাতক রয়েছেন। তিনিও এই মামলার আসামি। কিছুদিন আগে জাহাঙ্গীর ঠাকুরগাঁওয়ে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন।